hunger free world

Bikoshito Bangladesh Foundation
বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে শুরু হলো

বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের নবযাত্রা

বেসরকারী স্বেচ্ছাব্রতী উন্নয়ন সংগঠন বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এবং জাপানভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে গত ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ এক আনুষ্ঠানিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড এর বিগত ২৫ বছরের পরম্পরা অর্থাৎ চলমান কর্মসূচী, বিদ্যমান সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ এবং জনবল, বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন-এ স্থানান্তরিত হচ্ছে। তবে, আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড, বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম পরিচালনায়, বিশেষ করে সক্ষমতা উন্নয়নে নেপথ্য থেকে সহযোগিতা করবে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এর সদস্য আকমল হোসেন আজাদ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অন্তর্গত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর এসাইনমেন্ট অফিসার সিরাজুল ইসলাম খান, হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড এর গ্লোবাল চেয়ারম্যান গাবে সুরুমি, নির্বাহী পরিচালক নানা হোসোই, বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এর সভাপতি রুহি দাস, হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অফিসের কান্ট্রি ডিরেক্টর আতাউর রহমান মিটন এবং ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর আনজুমান আখতার।

ঐতিহাসিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে সমবেত অতিথিদের মধ্যে থেকে সম্পাদিত স্মারকের মাধ্যমে সূচিত শুভযাত্রার সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান কৃষিবিদ ড. আব্দুর রাজ্জাক, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. মাহমুদুল ইসলাম সেলিম ও গণসাক্ষরতা অভিযান এর কর্মকর্তা সিজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এর সভাপতি বলেন, স্থানীয় মানুষের আত্মশক্তি বিকাশের মাধ্যমে সকলের খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম আরও শক্তিশালী ও টেকসই করতে উভয় সংগঠনের মধ্যে সম্পাদিত পরম্পরা হস্তান্তরের সমঝোতা স্মারকটি একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে। তিনি হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড এর জাপান অফিস, সকল দাতা সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং সমবেত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অফিসের কান্ট্রি ডিরেক্টর আতাউর রহমান মিটন বলেন, আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। আমার ব্যক্তিগত জীবনেও তা গভীর তাৎপর্যময়। একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যাশা এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে আমি ও আমার সহকর্মী আনজুমান আখতার মূলত: স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বাংলাদেশে হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড এর কার্যক্রম শুরু করি। একই বছরে আমার বড় ছেলে আইমান মুস্তাকিম এর জন্ম হয়। আমি হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড ও আইমান মুস্তাকিম-কে আমাদের সন্তানের নজরে, আবেগ ও ভালাবাসায় পরিচর্যা করে এসেছি। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ীই এখন উভয়েরই ২৫ বছর বয়স হয়েছে এবং এখন তাদের স্বাধীন সত্ত্বায় ও সক্ষমতার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। আমি এই দীর্ঘ ২৫ বছরের পথচলায় জাপান ও বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের ভালবাসা ও সহযোগিতা পেয়েছি। সকলের কাছ থেকে পাওয়া ভালবাসা ও সঞ্চিত শক্তি হলো বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এর পথচলার প্রেরণা। আমরা সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের অব্যাহত যাত্রায় আপনারা সাথে থাকবেন এই প্রত্যাশা রাখছি।

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের শুভ কর্মপথে বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের পথচলা সফল ও ফলপ্রসু হবে, মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ গড়ে তুলবে মর্যাদাপূর্ণ ও সমসুযোগের এক ভবিষ্যত। বিকশিত বাংলাদেশ নতুন করে যাত্রা শুরু করলেও এর কান্ডারীদের বিগত ২৫ বছরের অর্জিত অভিজ্ঞতা সংগঠনের পথচলাকে সুগম করবে। সকলের সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বে গড়ে উঠবে সুন্দর আগামী।

পরম্পরা হস্তান্তরের মাহেন্দ্রক্ষণে হাঙ্গার ফ্রি ওয়

হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড (HFW) ও বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন (BBF)-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি মি. আকমল হোসেন আজাদ, মেম্বার বাংলাদেশ প্লানিং কমিশন, মি: রুহি দাস, নির্বাহী পরিচালক, বাস্তব এবং সভাপতি, বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ডের সম্মানিত কর্মকর্তা ও অংশীদারবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, আজ বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত। আমাদের যৌথ উত্তরাধিকার, সম্পদ হস্তান্তর এবং অভিন্ন মিশনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে এই সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর।

হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আমাদের সমমনা ও বিশ্বস্ত অংশীদার বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২০০০ সাল থেকে 'প্রথমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং ২০১৫ সাল থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করে' বিশেষত লক্ষ্য ১: দারিদ্র্য বিমোচন; লক্ষ্য ২: ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব; লক্ষ্য ১৭: লক্ষ্য অর্জনে অংশীদারিত্ব আমরা বাংলাদেশে একসাথে কাজ করে কমিউনিটিকে ক্ষমতায়িত করেছি এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিয়েছি।

হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ দলের নিরলস ও অটুট অঙ্গীকার ছাড়া এসব সাফল্য সম্ভব হতো না।

আমি বিশেষভাবে আমাদের সম্মানিত কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. আতাউর রহমান মিটন, ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস আনজুমান আখতার, ফাইন্যান্স ম্যানেজার সৈয়দা ইয়াসমিন, এবং ঢাকা, বোদা ও কালীগঞ্জে কর্মরত আমাদের অমূল্য সহকর্মীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

আপনারাই বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে প্রকৃত সেতুবন্ধন, এবং আজ আমরা আপনাদেরই সত্যিকারের নায়ক হিসেবে সম্মান জানাচ্ছি। গত ২৫ বছরে নানা চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যের মধ্যে দিয়ে আপনারা কমিউনিটির কথা শুনেছেন, নিরবচ্ছিন্নভাবে শিখেছেন এবং অর্থবহ ও টেকসই পরিবর্তন এনেছেন। এই দীর্ঘ পথচলাই আমাদের আজকের এই উল্লেখযোগ্য মাইলফলক নিয়ে এসেছে।

গত ২৫ বছরে জাপানের হাজারো দাতা ও সমর্থকের উদার সহায়তায় হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় উত্তরাধিকার গড়ে তুলেছে। একই সঙ্গে, আমরা গভীরভাবে চিন্তা করেছি, কীভাবে এই উত্তরাধিকার দুই দেশের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সর্বোত্তমভাবে হস্তান্তর করা যায়।

এই লক্ষ্যে, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে আমরা আমাদের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ (আমিসহ) এবং সচিবালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠন করি। গত দেড় বছরে আমরা আন্তরিকভাবে আমাদের অর্জনসমূহ

র্ল্ড এর প্রেসিডেন্ট মিঃ গাবে সুরুমী এর বক্তব্য

পর্যালোচনা করেছি, বোদা ও কালীগঞ্জের কমিউনিটিগুলো পরিদর্শন করেছি এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে দায়িত্বশীল ও ভবিষ্যতমুখী পথ কী হওয়া উচিত তা গভীরভাবে বিবেচনা করেছি। এই সময়ে হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড, বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এবং আমাদের বাংলাদেশ অফিসের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক পনেরো বারেরও বেশি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই চিন্তাশীল ও অর্ন্তভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে একই দৃষ্টিভঙ্গি ও মিশন ভাগ করে নেওয়া বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের কাছে আমাদের উত্তরাধিকার 'প্রকল্প ও সম্পদসহ' ধাপে ধাপে হস্তান্তর করাই সর্বোত্তম পথ। এই রূপান্তর প্রক্রিয়া ২০২৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে সম্পন্ন হবে।

মূলত এটি এমন এক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া, যা হবে "বাংলাদেশের মানুষের দ্বারা এবং বাংলাদেশের মানুষের জন্য"। এই রূপান্তরকালীন সময়ে ২০৩০ সাল পর্যন্ত হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড প্রয়োজন অনুযায়ী আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের পাশে থাকবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই রূপান্তরের মাধ্যমে বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা আরও সুদৃঢ় হবে এবং তারা বাংলাদেশজুড়ে কমিউনিটির সেবায় একটি বিশ্বস্ত ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরও বিকশিত হবে।

আজকের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর কোনো সমাপ্তি নয়; বরং এটি একটি নতুন সূচনা। জমি, ভবন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদসহ আমাদের সঞ্চিত উত্তরাধিকার হস্তান্তরের মাধ্যমে আমরা স্থানীয় নেতৃত্ব ও কমিউনিটি মালিকানার প্রতি আমাদের আস্থাকে পুনর্ব্যক্ত করছি।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের মানুষই নিজেদের ভবিষ্যতের প্রকৃত স্থাপতি। বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের শক্তি, নিষ্ঠা ও মানবিকতা আপনাদের দেশের প্রতি আমাদের গভীর আস্থা জাগায় যে, এই মিশন আরও বৃহৎ প্রভাব নিয়ে এগিয়ে যাবে।

সবশেষে, এই নতুন অধ্যায় যেন অব্যাহত প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং আরও গভীর পারস্পরিক আস্থা নিয়ে আসে। আমাদের অংশীদারিত্ব যেন এমন এক ভবিষ্যতের পথে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকে, যেখানে প্রতিটি শিশু, প্রতিটি পরিবার এবং প্রতিটি কমিউনিটি সমৃদ্ধ হতে পারে।

আজকের এই স্বাক্ষর যেন সীমান্ত, সংস্কৃতি ও সংগঠন অতিক্রম করে গড়ে ওঠা অংশীদারিত্বের এক শক্তিশালী প্রতীক হয়ে থাকে একটি অংশীদারিত্ব, যা এই যৌথ বিশ্বাসে একতাবদ্ধ যে, একটি আরও ভালো ও ন্যায্য পৃথিবী সম্ভব।

আপনাদের সদয় মনযোগের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রশংসায় বিদায়, পরম্পরার পথ ধরেই এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড থেকে বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনে

বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত (নং-৩২৯১) একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যা উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। জাপানভিত্তিক এনজিও হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড এর অনুপ্রেরণা ও কোকোরোনো ভিটামিন ইন্সটিটিউট এর পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পিছিয়ে থাকা নারী ও যুবদের সংগঠিত করে মূলতঃ তাদের দ্বারাই পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থিক সক্ষমতা বিকাশ, কারিগরী শিক্ষা প্রসার, পরিবেশ সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সম্প্রসারণসহ যুবসমাজের মধ্যে দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক মনোভাব জাগরণে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, ভবিষ্যতে এমন এক স্বদেশ গড়ে উঠবে যেখানে শিক্ষিত তরুণ-তরুণী ও মননশীল ব্যক্তিবর্গ যে যেভাবে পারবে এক একটি এলাকাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তুলবে। নিজ নিজ এলাকার রাস্তাঘাট, তার ঘরবাড়ির পরিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্য চর্চা ও আমোদ-প্রমোদ, তার রোগী পরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদ নিস্পত্তি, প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে এলাকাবাসীদের দ্বারা সাধিত হবে।

বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে হলে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও অপুষ্টি অবসানে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। যদিও অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের অনেক বড় বড় অর্জন রয়েছে, তথাপি পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতে বিরাট অসমতা এখনও বিরাজমান এবং তা মোকাবেলা করা আশু প্রয়োজন। এর জন্য 'ক্ষেত থেকে পাত' পর্যন্ত খাদ্য ব্যবস্থাপনায় দেশের নারী ও যুব সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং এই খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, নিরাপদ খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক নাগরিক সংগঠন 'বিসেফ ফাউন্ডেশন' এবং শিক্ষা বিষয়ক নেটওয়ার্ক 'গণসাক্ষরতা অভিযান' এর সদস্য সংগঠন। এছাড়াও সংগঠনটি দেশের অন্যতম বৃহৎ যুব জাগরণী মঞ্চ 'বাংলাদেশ যুব ছায়া সংসদ' এর অন্যতম আয়োজক।

৩/১, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, (ইউনিট ৬সি, লাইসিয়াম বিল্ডিং), ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
+৮৮ ০১৭০৭-০৫২০২১ info@bikoshito.org
www.bikoshito.org https://www.facebook.com/BikoshitoBangladesh